আজকের কাগজ

তারিখ 28 MAY 1995 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

টিউটর নির্ভরতা ও টিউশনি পেশা ঃ বিদ্যার বিস্তার না বিপর্যয়

আহমদ শরীফ

কবি ভারত চন্দ্র রায় বলেছেন, 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? মন্দের পরিমাণ মাত্রা, সংখ্যা বাড়লে ভালোর মধ্যেই ভেজাল ঢুকে পড়ে ছোঁয়াচে রোগের মতোই। অদৃশ্য ভাইরাসের মতোই। কারণ মানুষ বহু পরিবারে, সমাজে, ধর্মে, মতে, উপমতে সম্প্রদায়ের বিভক্ত হলেও দৈশিক, রাষ্ট্রিক, ব্যবহারিক, ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক জীবন যাত্রায় অভিন্ন যৌথ জীবন-যাপন করে হাটে-মাঠে-বাটে-বাজারে-দফতরে, শহরে-বন্দরে গাঁয়েগঞ্জে পাড়ায় মহল্লায়। কাজে জাতেজন্মে-বর্ণে-ধর্মে-ভাষায়-নিবাসে-যোগ্যতায়, দক্ষতায়-বুদ্ধিমত্তায়, অর্থে-বিত্তে, বেসাতে ভিন্ন হলেও দৈশিক রাষ্ট্রিক জীবন যাত্রায় মানুষ এক সদৃশ সাধারণ রূপ লাভ করে ভাব-চিন্তা, কর্ম-আচরণে এবং মানসিক ও আচরিক চরিত্রে। এভাবে এক এক সময়ে নানা কারণে মানুষের-এক প্রকার দৈশিক ও রাষ্ট্রিক চরিত্র ও জীবন যাত্রা গড়ে ওঠে।

এ মুহূর্তে আমাদের দেশে বা রাষ্ট্রে এমনি এক বিকৃত, ক্ষয়িষ্ণু অনৈতিক, অমানবিক, অস্বাভাবিক, অনাদর্শিক জীবন যাত্রা চালু হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশিত পারস্পরিক নির্ভরতা-আস্থা-সহানুভূতি সম্প্রীতি শ্রদ্ধা যেনো অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক লেন-দেনে দুর্লভ হয়ে উঠছে।

এর কারণ সম্ভবত আমরা ঐতিহাসিকভাবেই অতীতের অভাবের, বর্তমানের অভাবের এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনিশ্চিতির শিকার বলেই আমরা অর্থ-বিত্তবেসাত ক্ষেত্রে বেহায়া-বেশরম হয়েই কেবল লাভ-লোভ-স্বার্থ বুদ্ধিচালিত। এ ক্ষেত্রে আমরা কখনো নৈতিক আদর্শিক কোনো নীতি-নিয়ম-নিষ্ঠার অনুশীলন করার সুযোগ-সুবিধের সময় পাইনি। এমনকি পাপ-ভীতি, সামাজিক নিন্দা এবং সরকারি শাস্তিকেও আমরা কোনো গুরুত্ব দেয়ার মতো মানসিক মানবিক গুণ অর্জন করার সময়-সুযোগ পরিবেশ পাইনি। আমরা জানি দারিদ্র্যদোষ মানুষের সব গুণ বিনাশ করে। আমাদেরও প্রজন্ম-ক্রমিক দারিদ্র্য আমাদের মনুষ্যত্ব সাধনার, পাপ-ভীতির, লোকনিন্দার লজ্জার ও সরকারি শাস্তির অপমানের গুরুত্ব সচেতন হওয়ার পরিবেশ ও প্রয়োজন বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ফলে দুর্নীতিই নীতি, আইন ভঙ্গ করাই রীতি, পাপকে উপেক্ষা করা, নিন্দাকে অগ্রাহ্য করা এবং শাস্তির আশংকা বা শাস্তি প্রাপ্তিকে নির্লজ্জভাবে মেনে নিয়ে সমাজে অর্থবিত্তবান মান্য ব্যক্তি হিসেবে বুক ফুলিয়ে চলা, বহুদাগে দুষ্ট হয়েও দাগীরাও টাকার জোরে সাংসদ, মন্ত্রী-পার্ষদ-পরিষদ হওয়ার জন্যে ভদ্রলোক হিসেবে প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে কোনো না কোনো দলের নমিনেশন নিয়ে নির্বাচনে জেতা এসব চরিত্রভ্রষ্ট, দুষ্কৃতী, দুর্বৃত্তের কোনো অসুবিধে হয় না। অন্যায়কে ঘৃণা না করলে অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ না করলে অন্যায় কমবে কি করে। আমাদের সমাজে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় এখন কচিৎ কারো চিত্তে মেলে। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সততা-অসততা, দুর্জনতা-সুজনতা এখানে সমমূল্যের তথা এ সবের গুরুত্ব নেই। তাই সুজনে-দুর্জনে পার্থক্য চেতনা বিলুপ্ত। প্রাচীন জ্ঞানীর উপদেশ হচ্ছে যেখানে ঘি আর তেল সমমূল্যের সেদেশে বাস করা বিপজ্জনক। সে দেশ ছেড়ে পালানোই বিধেয়। ঘরে বসে নিন্দা করি, কারো স্বভাব চরিত্র নিয়ে হাসাহাসি করি, কিন্তু সে ব্যক্তিকে অসম্মান অশ্রদ্ধা করি না। এতে আমাদের মানবিক গুণের প্রত্যাশিত বিকাশ যে হয়নি, তারই প্রমাণ মেলে।

সব কথা তো এক সঙ্গে বলা যাবে না। জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার দুর্নীতি, দুঃশাসন কিংবা শাসন-শৃংখলার শৈথিল্য নাকি ক্যানসারের মতো রন্ধ্রে রন্ধ্রে শেকড় বিস্তার করেছে।

সব কথা তো এক সঙ্গে বলা যাবে না। জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার দুর্নীতি, দুঃশাসন কিংবা শাসন-শৃংখলার শৈথিল্য নাকি ক্যানসারের মতো রন্ধ্রে রন্ধ্রে শেকড় বিস্তার করেছে। গাঁয়েগঞ্জে, শহরে-বন্দরে পাড়ায়-মহল্লায় কোথাও মানুষের জীবন জীবিকার নিরাপত্তা নেই, নিরুপদ্রব নিশ্চিত জীবন যাপন সম্ভব নয় কারো পক্ষে। অথচ আমাদেরও নানাভাবে বিদেশী আর্থ বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজনদের প্রাতিভাসিক কৃপায়-করুণায় দয়ায়-দাক্ষিণ্যে ঋণে-দানে-অনুদানে-ত্রাণে উন্নতি হচ্ছে জীবন জীবিকার সর্বক্ষেত্রে। সবার নয় বটে, তবে কিছু লোকেরতো বটেই, যেমন আমাদের নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র গণমানবের কল্যাণ সাধনের ও সেবার ইজারা পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদী মহাজনদের এনজিও নামের প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা আমাদের মরতেও দেবে না, উঠতেও দেবে না।

গাঁয়েগঞ্জে, শহরে-বন্দরে পাড়ায়-মহল্লায় কোথাও মানুষের জীবন জীবিকার নিরাপত্তা নেই, নিরুপদ্রব নিশ্চিত জীবন যাপন সম্ভব নয় কারো পক্ষে। অথচ আমাদেরও নানাভাবে বিদেশী আর্থ বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজনদের প্রাতিভাসিক কৃপায়-করুণায় দয়ায়-দাক্ষিণ্যে ঋণে-দানে-অনুদানে-ত্রাণে উন্নতি হচ্ছে জীবন জীবিকার সর্বক্ষেত্রে। সবার নয় বটে, তবে কিছু লোকেরতো বটেই, যেমন আমাদের নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র গণমানবের কল্যাণ সাধনের ও সেবার ইজারা পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদী মহাজনদের এনজিও নামের প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা আমাদের মরতেও দেবে না, উঠতেও দেবে না। শহরে শাসকদের ব্যবসায়ীদের মুরুব্বী মহাজন হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও গ্রান্ট সেভেন। তারাও আমাদের জাতি বা রাষ্ট্র হিসেবে স্বনির্ভর হয়ে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অনুভব উপলব্ধি করতে দেবে না কখনো। আমরা বাহ্যত স্বশাসিত কিন্তু স্বাধীন নই. কোনো ক্ষেত্রেই মুরুব্বীদের কোনো হুকুম অমান্য করার শক্তি নেই সাহস নেই আমাদের ক্ষতির মাত্রা দুঃসহ হলেও। আজ কেবল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথাই বলছি। রটনা এই চিকিৎসাবিজ্ঞানী শিক্ষকরা কলেজের ছাত্রদের ক্লাস অবহেলা করে, হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের প্রতি বিকেলে-সন্ধ্যায়-রাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কেবল নগদ নারায়ণের প্রলোভনে ক্লিনিকে রোগীর চিকিৎসায় যত্নবান থাকেন, এ হচ্ছে রটনা মাত্র ঘটনা কি-না তা তদন্ত সাপেক্ষ।

কিন্তু এদিকে স্কুলে-কলেজে প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা টিউটর বা গৃহশিক্ষক ছাড়া নাকি পরীক্ষাই পাস করতে পারে না। তাহলে বিদ্যালয়ে কি বিদ্যা বিতরণ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কেউ টিউটর, টিউটরিয়াল স্কুল আবশ্যিক ও জরুরি হয়ে উঠেছে? দুঃখের না সুখের বিষয় জানি না, এতে যে পাসের হার গাঁয়ে-শহরে কোথাও বেড়েছে, তাও বলা যাবে না- বিদ্যার সঞ্চয় যে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার প্রমাণও মেলে না। তবু এক কথা ছাত্রের মুখে, অভিভাবকের চেতনায় স্কুলে-কলেজে ক্লাস করে বিদ্যার্জন হবে না- অর্থাৎ পরীক্ষা পাস করা যাবে না – টিউটর চাই, টিউটরিয়াল স্কুলে-কলেজে ভর্তি হওয়াই চাই। তাহলে স্কুলের কলেজের উপযোগ কি? সব বন্ধ করে দিয়ে টিউটোরিয়াল স্কুল খুলে দিলেই হয় সরকারি ব্যবস্থায়। ফলে একালে সন্তানের শিক্ষাদানে ব্যয় বেড়েছে দশ/বিশ গুণ। আর টিউটর শিক্ষকদের অধ্যাপকদের আয় বেড়েছে নাকি দশ/বিশ/ত্রিশ/চল্লিশ হাজার। যৌথভাবে এ ব্যবসায়ে প্রসার নাকি বেশি, তাই ২০/২৫/৩০ হাজার টাকা মাসে ঘরভাড়া দিয়েও লাখ লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। এ কি শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার না শিক্ষা সমস্যা-সংকটের আর এক রূপ তা বোঝা ভার! সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে শহরে অনেক পরিবারেই তৃতীয় প্রজন্মের শিক্ষিত লোক এখন অসংখ্য। তা সত্ত্বেও আত্ম সত্তার মূল্য মর্যাদা সচেতন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা শহরেও কেনো করগণ্য - একি পরিবেশ দূষণেরই ফল? সরকারি কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক নাকি (সত্য কিনা যাচাই করি নাই) গোপনে এসব টিউটর পেশায় নয় শুধু ইংরেজী মাধ্যমের প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুলে নিয়মিত পড়ান।

আহমদ শরীফ ঃ প্রাবন্ধিক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।